গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
অডিট শাখা-০২
www.tmed.gov.bd

স্মারক নং -৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.০২০.২২-**২০৯**

তারিখঃ ০৬ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক গত ২৭ জুলাই, ২০১৬ খ্রি. তারিখে সম্পন্ন হওয়া কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলাধীন ঘোড়াশাল হাজী মুকসত আলী গাউছিয়া ফাজিল মাদ্রাসার পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর অনুসরণীয় নির্দেশনা।

সূত্র: (১) মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০১০.৪৪.০১৭.২১.১৫৯০; তারিখ: ০৫ জুন, ২০২২ খ্রি.
(২) পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-ডিআইএ/কুমিল্লা/৭২০-এম/চট্ট: ১০২১/৪; তারিখ: ২৪.১০.২০১৮ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলাধীন ঘোড়াশাল হাজী মুকসত আলী গাউছিয়া ফাজিল মাদ্রাসাটি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক গত ২৯.০৭.২০১৬ খ্রি. তারিখে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা হয়। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের প্রেক্ষিতে ব্রডশিটে অধ্যক্ষের জবাব ও জেলা শিক্ষা অফিসারের মতামতের উপর মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এর মন্তব্য পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাব ও মহাপরিচালকের মন্তব্য পর্যালোচনা করে টিএমইডি'র নির্দেশনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

বিএসআর ক্রমিক নং	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) মন্তব্য	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের (টিএমইডি) নির্দেশনা
১	প্রশাসনিক মন্তব্য ও সুপারিশ:	--
১(গ)	স্বীকৃতি: প্রতিষ্ঠানটি স্বীকৃতির মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে (৩০.০৬.২০১৭ খ্রি. তারিখে)। স্বীকৃতি হালনাগাদ নবায়ন রাখা হয়েছে কিনা? সে সর্ম্পকিত প্রমাণক টিএমইডিতে প্রেরণের জন্য অধ্যক্ষকে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে এবং পরবর্তী অডিটে এ প্রতিফলন থাকতে হবে।	নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে পুনরায় বিএসআর প্রেরণের জন্য অধ্যক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।
১(ঘ)	ব্যবস্থাপনা কমিটি সংক্রান্ত তথ্য: ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে (০১.১২.২০১৭ খ্রি. তারিখে)। পরবর্তী নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা করা হয়েছে কিনা? তার প্রমাণক প্রেরণের জন্য অধ্যক্ষকে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।	ঐ
১(চ)	স্টক টেকিং কমিটি সংক্রান্ত তথ্য: স্টক টেকিং কমিটি নেই এবং প্রতি বছর শেষে স্টক টেকিং করা হয় না। শিক্ষকদের সমন্বয়ে স্টক টেকিং কমিটি গঠনপূর্বক প্রতিষ্ঠানের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির স্টক টেকিং করে স্টক টেকিং কমিটির প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় পেশ করতে হবে। এ সংক্রান্ত প্রমাণক টিএমইডিতে প্রেরণের জন্য অধ্যক্ষকে নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।	ঐ
১(ছ)	রেজিস্টার সংক্রান্ত তথ্য: ডিমান্ড ও রিসিপ্ট রেজিস্টার, ডেসপাচ রেজিস্টার, চেক রেজিস্টার, ফাইল রেজিস্টার, সাবসিডিয়ারি রেজিস্টার ও দান/চাঁদা আদায়ের রশিদ বহির রেজিস্টার চালু নেই। উল্লিখিত রেজিস্টার চালু করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রমাণক টিএমইডিতে প্রেরণের জন্য অধ্যক্ষকে নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।	ঐ
১(ঝ২)	মহিলা কোটা: প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে ২১ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। মন্ত্রণালয়ের গত ০৭.০৮.২০১২ খ্রি. তারিখের পরিপত্র মোতাবেক ২১ জন শিক্ষকের মধ্যে ২০% হারে মহিলা শিক্ষকের কোটা ৪.২০ জন। বর্তমানে ০২ জন মহিলা শিক্ষক কর্মরত আছে। ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগকালে মহিলা কোটা সংরক্ষণ করতে হবে।	নির্দেশনা অনুসরণের জন্য অধ্যক্ষ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি-কে নির্দেশ প্রদান

চলমান পাতা-০২

বিএসআর ক্রমিক নং	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) মন্তব্য	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের (টিএমইডি) নির্দেশনা
১(ট)	স্টাফিং প্যাটার্ন সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্যঃ গত ২৪.১০.১৯৯৫ ও ০৪.০২.২০১০ তারিখের নীতিমালা মোতাবেক দাখিল মাদ্রাসায় দাখিল ক্বারী ও জুনিয়র শিক্ষকের পদ নেই। প্রতিষ্ঠানটিতে জুনিয়র শিক্ষক জনাব আবু জাহেদ মোল্লা (ইনডেক্স নং-০৩৯০৮৬) গত ০১.১০.১৯৮৬ তারিখ হতে এবং জনাব মোঃ আমির হোসেন (ইনডেক্স নং-৩০৭৬৯৯) গত ০১.০২.১৯৯৩ তারিখ হতে কর্মরত আছেন। তৎপ্রেক্ষিতে। গত ২৪.০১.১৯৯৫ তারিখের নীতিমালা মোতাবেক তারা উদ্বৃত্ত হিসেবে সরকারি বেতন-ভাতাদি পেতে থাকবেন। উদ্বৃত্ত ক্বারী ও শিক্ষকের পদ শূন্য হলে তদস্থলে কোন দাখিল ক্বারী ও জুনিয়র শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে না।	নির্দেশনা অনুসরণের জন্য অধ্যক্ষ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৩(ক)	একাডেমিক মন্তব্য ও সুপারিশ: শিক্ষার্থী সংখ্যা ও মন্তব্য: প্রতিষ্ঠানটিতে মোট শিক্ষার্থী ৬৬৫ জন। পরিদর্শনকালে ৫০১ জন উপস্থিত ছিল। বিগত ০৪.০২.২০১০ তারিখের জারীকৃত জনবলকাঠামো ২৪.০৩.২০১৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সংশোধিত নীতিমালা মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটিতে কাম্য শিক্ষার্থী আছে। শ্রেণি কক্ষে উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল শিক্ষককে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।	নির্দেশনা অনুসরণের জন্য অধ্যক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৩(খ)	ঝরে পড়ার কারণ চিহ্নিত করে ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনার জন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মন্ডলী, পরিচালনা কমিটি, অভিভাবকদের সমন্বয়ে ঝড়ে পড়ার হার কমিয়ে আমার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অবহ্যাহত থাকবে। নির্দেশনাপূর্বক গৃহীত ব্যবস্থার প্রমাণক টিএমইডিতে প্রেরণ করার সুপারকে নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।	ঐ
৩(গ)	একাডেমিক সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণ শেষে কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়: (১) শ্রেণি কক্ষে শিক্ষকদের পাঠদান প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হব। (২) প্রতি বছরের প্রথমে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সরবরাহ করতে হবে এবং তদানুযায়ী শ্রেণি কক্ষে পাঠদান করতে হবে। নির্ধরিত সময়ের মধ্যে পাঠ পরিকল্পনা সমাপ্ত করতে হবে। (৩) শ্রেণির অপেক্ষাকৃত দূর্বল ও অমনোযোগী শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে তাদের বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। (৪) প্রতি মাসে শিক্ষক সভা করতে হবে। লেখাপড়ার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে শিক্ষক সভায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং তা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় পেশ করে বাস্তবায়ন করতে হবে। (৫) বিষয়কভিত্তিক শিক্ষক কর্তৃক প্রণিত প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীন পরীক্ষা নিতে হবে। কোন মতেই ক্রয় করা প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে অভ্যন্তরীন পরীক্ষা নেওয়া যাবে না।	ঐ
৩(গ)৪	অভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য পরীক্ষা: অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফলের মান আরো উন্নত করতে হবে এবং প্রতি বছর অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী জুনিয়র বৃত্তি প্রাপ্তির লক্ষ্যে জেডিসি পরীক্ষার্থীদেরকে বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার প্রমাণক টিএমইডিতে প্রেরণ করার সুপারকে নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।	নির্দেশনা অনুসরণের জন্য অধ্যক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৩(ছ)	সহপাঠ কার্যক্রম: পরিস্কার পরিছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপন, সামাজিক উন্নয়ন/সচেতনতা বৃদ্ধি, কুইজ, বিতর্ক, ক্রীড়াম্যাগাজিন, দেয়ালিকা প্রকাশ, জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় পালন করাসহ সহপাঠ কার্যক্রম আরো গতিশীল করে তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।	ঐ

চলমান পাতা-০৩

বিএসআর ক্রমিক নং	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) মন্তব্য	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের (টিএমইডি) নির্দেশনা
৪(ক)	আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি নির্দেশিকা মোতাবেক সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ হিসাব সংরক্ষণ ও পরিচালনা করতে হবে। একই সাথে অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কমিটি গঠনপূর্বক প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর নিরীক্ষা প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	নির্দেশনা বাস্তবায়নপূর্বক প্রমাণক টিএমইডিতে প্রেরণের জন্য অধ্যক্ষ ও ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৪(খ)৩	ভবিষ্য তহিবল সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: ভবিষ্য তহবিল চালু করা হয়নি। অবিলম্বে কর্মরত সকল শিক্ষক-কর্মচারীর নামে পৃথক পৃথক ব্যাংক হিসাবে ভবিষ্যৎ তহবিল চালু করে নিয়মিত টাকা কর্তন করতে হবে।	ঐ
৫(গ)	ইভটিজিং: ইভটিজিং একটি মারাত্মক সামাজিক ও মানসিক ব্যাধি। শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকলের মধ্যে ইভটিজিং এর কুফল সর্ম্পকে সম্যক ধারণা ও সচেতনা সৃষ্টি এবং এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।	নির্দেশনা অনুসরণের জন্য অধ্যক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৫(ঘ)	শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন: শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। ক্ষুধা, দারিদ্র ও দুর্নীতিমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনিমার্ণে শিক্ষাই হচ্ছে প্রধান অবলম্বন । আগামী প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধ, জাতীয় ঐহিত্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জ্ঞান প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা নীতি ২০১০ সালে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি। এর সফল বাস্তবায়নে শিক্ষকগণের ভূমিকা অনন্য ।	ঐ
০৬.	নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্যঃ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা মানসম্মত না হওয়ার ফলে নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষার পরিবেশ বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। সম্পদ ও জীবন ঝুঁকির মধ্যে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। কাজে প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করত: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপার ও ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	ঐ

০২. বর্ণিতাবস্থায়, উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় একাডেমিক ও আর্থিক বিধি-বিধান সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে প্রমাণকসহ BSR (সংশ্লিষ্ট অংশের) আগামী ২০.১০.২০২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে (মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মাধ্যমে) প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হলো; এবং

০৩. একই সাথে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ব্রডশীটের ও ডিআইএ'র পরিদর্শন প্রতিবেদনের অন্যান্য ক্রমিকে বর্ণিত প্রতিবেদনের বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকায় এবং ডিজি, ডিএমই কর্তৃক আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির সুপারিশ ও প্রমাণক থাকায় আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা হলো।

২১/৯/২০২২
(কাজী আলী রেজা)
সহকারী সচিব (অডিট)
ফোন:০২- ৪১০৫২২৩৬
ই-মেইল: tmedaudit21@gmail.com

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা) নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো):

০১. সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০২. সিস্টেম এনালিষ্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইডে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৩. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ১৬ আঃ গণি রোড, ঢাকা-১০০০।
০৪. অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) -এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৫. অধ্যক্ষ/ব্যবস্থাপনা কমিটি, ঘোড়াশাল হাজী মুকসত আলী গাউছিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, মুরাদনগর, কুমিল্লা।
০৬. অফিস কপি।